JAN. 07 2002

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

অস্থির সমাজে যথাযথ শিক্ষা অর্জন করা যায় না ॥ রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী শিক্ষার উন্নয়নে সমাজে নৈতিক শিক্ষার ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। রবিবার সকালে সোনারগাঁও হোটেলে 'বাংলাদেশে মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা' শীর্ষক এক জাতীয় সেমিনারে রাষ্ট্রপতি

(১১- পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

অস্থির সমাজে যথাযথ

(১২-এর পাতার পর)

আরও বলেন, নৈতিক শিক্ষা ও শ্রদ্ধার গুণাবলী বর্জিত একটি জাতি সমৃদ্ধ হতে পারে না। খবর বাসসর।

বাংলাদেশ সাক্ষরতা সমিতি আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, তথ্যমন্ত্রী ড. মঈন খান, শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী একেএম মোশাররফ হোসেন এবং সমিতির মহাসচিব ড. মোহাম্মদ ওসমান গনিও বক্তৃতা করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা কাজী ফজলুর রহমান। প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সাবেক তথ্যমন্ত্রী ড. মিজানুর রহমান শেলী এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য কাজী সালেহ আহমেদ।

সমাজে বর্তমান অস্থিরতার কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, একটি অস্থির সমাজে যথাযথ শিক্ষা অর্জন করা যায় না। অস্থির সমাজে অবাধে দুর্নীতি ও সহিংসতা চলে। তিনি বলেন, এ ধরনের পরিবেশ শিশুদের যথাযথ বিকাশ ও শিক্ষার জন্য সহায়ক নয়।

রাষ্ট্রপতি চৌধুরী বলেন, ইউএনডিপির ১৯৯৯ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৬২টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১৩২তম স্থানে অবস্থান করে। ১৯৯৭ সালে ১৭৪টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৫০তম। তিনি বলেন, এসব রিপোর্ট প্রণয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোকে তাদের অবস্থান ও পরিস্থিতি উন্নয়ন সম্পর্কে অবহিত করা।

রাষ্ট্রপতি চৌধুরী স্কুলগুলোতে প্রতিমাসে একবার 'অভিভাবক দিবস' আয়োজনের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন, যাতে ছাত্রছাত্রীদের ব্যাপারে অভিভাবক ও শিক্ষকরা মতবিনিময় করতে পারেন। তিনি ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে স্কুলগুলোতে স্বাস্থ্য পরিচর্যা ব্যবস্থা চালু করারও পরামর্শ দেন। রাষ্ট্রপতি টেলিভিশনে বিপুলসংখ্যক চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ করেন।